আমরা হুতোমের গাজনের বর্ণনাগুনে গাজন তলায় পৌঁছে যাই

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, ঢাক বাজতে লাগ্‌লো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তিযোগে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিট্টুচ্চে, প্রায় আধ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে; বাড়ির ভিতর খবর গেলো গিন্নিরা পরস্পর বিষণ্ণ বদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাক্‌বে" বলে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয়, মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাক্‌বে, সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয়"; এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ কল্লে, অবশেষে ঢাকের তাল ফিরে গেলো। সন্ন্যাসীরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আন্‌লে। গাজোনতলায় বিশ আঁটি বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো, ক্রমে সব কাঁটাগুলি মুখে মুখে বসে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার দুদিকে টানা ধল্লে,—সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো; উঃ। "শিবের কি মাহাত্ম্য!" কাঁটা ফুট্‌লে বল্‌বার যো নাই। এদিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু এক জন কুটেল চোরা গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জান্‌তে পাল্লে না।। ক্রমে সকলের ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো; এক জন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উল্‌টো ঝাঁপ খেলে সজোরে ঢাক বেজে উঠলো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি কত্তে লাগ্‌লেন—"গিন্নিরা বলে দিয়েচেন, ঝাঁপের কাঁটার-এমনি গুণ, যে, ঘরে রাখ্‌লে এজন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না।"

(কলিকাতার চড়কপার্ব্বণ)